CHAMCHIKE

Gargi Bhattacharya

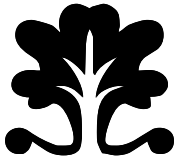

COPYRIGHTED MATERIAL

চামচিকে

গার্গী ভট্টাচার্য

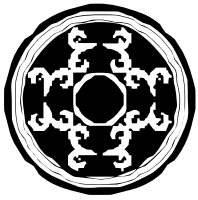

This is my semi

autobiography last part.

My website :

www.gargiz.com

To all the lost souls of the world ,

Hope and light is available to all.

God loves us all .

Self realisation is the most dangerous of undertaking, for

you will have to destroy the world in which you live in .

--Nisargadatta Maharaj .

অনুভূতি

এই বইটি আমার দ্বিতীয় আত্মজীবনীর টুকরো । প্রথমটি লিখলাম একটু যেন তাড়াহুড়ো করেই । লেখকের কিছুটা ব্লক থাকে তাই সব বানান ভুল ধরা পড়েনা কাজেই আমাকে মার্জনা করবেন । আমার বই সম্পাদনা করার কেউ নেই । আর আমি তো বলেছি আমি এখন বাস করি গ্রহ , নক্ষত্র ও তারায় তারায় ।

কাজে কাজেই !! সব মন খুলে আমার পাঠকদের জানাচ্ছি । তাহলে হয়ত আমি শান্তি পাবো । আমি অন্তর্মুখী । কোনোদিন কাউকে মনের কথা বলিনি । একমাত্র মানুষ যাকে আমি মনের কথা বলেছি সে হল কাশেম । তাকে আমি চিনতামও না । শুধু মহর্ষি তাকে আমার কাছে আনেন ও বলেন যে এই তোর আগের জন্মের প্রেমিক ও তোর একে আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবার এর সাথে যুক্ত হতে হবে । কিন্তু ও আমার সাথে ঠিকমতন ব্যবহার করেনি । সেটা পরে বলছি । ওর নিজের যুক্তি আছে তবে আমার মনে হয় কাজটা

অন্যভাবেও করা যেতো । আমি আবেগপ্রবণ । কিন্তু মানুষ কি আবেগ ব্যাতীত মানুষ হয় ? তাহলে কি আমি রোবটকে বিয়ে করতে চলেছি ?

তবে এইধরণের ঐশ্বরিক বিবাহ নতুন নয় । আগেও হয়েছে অনেক । যেমন আরেক বঙ্গতনয়া শর্মিলার বিবাহ হয় ফোর্ড কোম্পানির মালিক হেনরি ফোর্ড এর নাতির ছেলের সাথে ইস্কনের সুত্রেই । হয়ত কৃষ্ণই এই বিয়ের ঘটক ছিলেন । শর্মিলাও অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন । ছোট থেকেই । ওনারও আমার আর কাশেমের মতনই --- প্রেম প্রথম দেখায় !!

সদগুরুর পরিবার আমাকে আইনি মামলায় ফাঁসাবার ফন্দী আঁটছে । আমার আগের বইটির কদর্য অর্থ বার করে আমাকে চরিত্রহীনা আখ্যা দিয়ে আমার লেখা জিনিসগুলোকে অর্থহীন বলে দাবী করার চেষ্টা করছে । নিজেদের ভিডিও ম্যানিপুলেট করে করে সদগুরুকে জীবিত দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এই ঈশা ফাউন্ডেশান । এই শয়তান সদগুরু নিজের পায়ের ছাপ বিক্রী করে থাকে অ্যামাজনে লাখ টাকায় । সামান্য হীরা মুক্তো

লাখে বিক্রী করে পয়সা কামায় কেন ? না এসব ব্যবহারে ধ্যান করার প্রয়োজন হবেনা ।

রেখা মহাজন বলছে সে একজন সামান্য গৃহবধূ । কোনোদিন কাজও করেনি কিন্তু তাকে ফাঁসানো হচ্ছে । এই ধূরন্ধর মহিলাটি এখন আইনি কার্যকলাপের হাত থেকে বাঁচতে নানান ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে ।

আমাকে আর্তি জানানো হচ্ছে কোমল হবার জন্য ।

কিন্তু নিজেদের চাকা বার্স্ট না করা অবধি আমার ওপর দিয়ে ও অন্যান্য মানুষের ওপর দিয়ে লড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে ।

শোনা যাচ্ছে এদের মানসিক চিকিৎসার জন্য জেল কতৃপক্ষ আদেশ দিয়েছেন কিন্তু এরা নিজেদের পাগল ভাবতে নারাজ ।

চিকিৎসা অগ্রাহ্য করছে । জেলে চলে গেলেও আমাকে তুকতাক করে অসুস্থ ও বিকল করে রাখার জন্য অন্য কিছু তান্ত্রিককে দায়িত্ব দিয়ে গেছে । তাদের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করে গেছেন কারণ মাকালী তাকে স্বয়ং স্বপ্ন দেখান যে এর ক্ষতি করলে তুই ধ্বংস হয়ে যাবি !

এবং ঐ কালীসাধক আমাকে বলেন যে তার পরিচিত অন্যান্য সাধকদের উনি বারণ করে দেবেন এই শয়তানদের হয়ে কাজ করতে ।

আমার রাতে ঘুম হয়না । কিডনি আক্রান্ত । আমি তো মধুমেহ রুগী তাই । বারবার কিডনি আক্রমণ করছে । দেহে একটা নয় মোট ৪টে ক্যান্সার একসাথে বাসা বেঁধেছে এই তুকতাকের জন্য । আমাকে মারবেই এরা ।

এছাড়া আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি ব্যবহার করে বিশাল ঈশা ফাউন্ডেশান ফেঁদে বসে রেখা ও বক্ররেখা । তাই আইনি লড়াইয়ে আমি এখন জিতে গিয়ে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ইউ-এস ডলারের মালকিন। শকুনের মত চোখ রেখে বসে আছে দেখার জন্য আমি কবে ও কখন টাকা পাবো । দ্রৌপদী মূর্মু , আর এস এস ও আরো অনেকে এই চক্রান্তের সাথে যুক্ত । **সমস্ত রকম নোংরা রাজনীতি চলছে আমাকে নিয়ে । কারণ ? আমি একজন সন্ন্যাসিনী যে মানুষের উপকার করবো সৎ উপায়ে ।**

গান্ধীজীর মতন রাষ্ট্রনেতাকেও এরা কাদায় নামাতে দ্বিধা করছে না । গান্ধীজী কিন্তু সত্যিকারের মহাপুরুষদের সাথে কাজ করেই ভারতকে স্বাধীনতা এনে দেন ।

উনি তুকতাক করে কারো ক্ষতি করেননি !

নিজেরা জেলে না গিয়ে রেখা ও প্রমোদ মহাজন অন্যদের জেল খাটায় । আর কিছু হলেই প্লাস্টিক সার্জারি করে হুলিয়া বদলে নেয় ।

একজন সুবিখ্যাত মানুষ এদের, সেয়ানা সাইকো বলে অভিহিত করেছেন । অর্থাৎ জানে যে পাগল আর সেটা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ভালোরকম হোমওয়ার্ক করে । ঈশা ফউন্ডেশানের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললেই তাকে হয় তুকতাক করে মারা হয় অথবা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পুড়ে দেওয়া হয় । সদগুরু আমাকে এখনও তার পত্নী মনে করে । যেন গুলজারের লেকিন সিনেমার মতন , একটা বিশেষ সময়কালে লোকটি আটকে আছে । বহু নারী ও পুরুষ এবং শিশু ও মৃতদেহ ভোগ করা এই বিকৃত লোকটির একমাত্র প্রেম নাকি এই আমি ! ভাবুন ! কি পোড়া কপাল আমার ।

একজন বিজেপির বলিষ্ঠ মন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে আমি ওনার চোখে জেনুইন লাভ দেখেছি আপনার জন্য । তুকতাক হয়ত রেখাজী করছেন । উনি রাজা ছিলেন তাই হয়ত কন্ট্রোল ফ্রিক্ ।

আসলে গত জন্মে এই নরেশ এত অত্যাচারী ছিলো যে কেউ তার মুখোমুখি হতে পারতো না । আর কেউ প্রতিবাদ করলে হিটলারের প্রজাদের মত অবস্থা হত ।

কিন্তু আমার কাছে সেই বাঘ শান্ত থাকতো । এমনই রিং মাস্টার ছিলাম আমি । কি সেই আফিং আমি ওকে খাওয়াতাম সে জানিনা আর সেই সময় আমি একমাত্র কোমল মনের রাণী যে ওকে ফেলে পালিয়ে যাই মহর্ষির নির্দেশ পেয়ে । হয়ত স্বপ্নে । জানিনা । তখন লোকে ওকে ক্ষ্যাপায় যে --- ছো ছো ছো ছো ছো --

ছোটি রাণী ভাগ্ গ্যায়ী !

এই অপমান নরেশ ভুলতে পারেনি । তাই আমাকে ডেস্ট্রয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে । ওর বক্তব্য অবশ্য যে **আমি যদি আমার প্রিয় খেলনা না পাই তাহলে কেউ পাবেনা । আমি ওটা নষ্ট করে দেবো ।** কিন্তু খেলনার তো একটা প্রাণ আছে ।তাইনা ?

পুষ্প চয়ন

তাহলে গল্প শুরু হোক্ !

গল্প হলেও সত্যি তো , নিজের জীবনের গল্প । শৈশব থেকেই আমি অনর্গল গল্প বলে যেতে পারতাম । তাই স্কুল শেষ হলে আমাকে বন্ধুর মায়েরা ওদের বাসায় নিয়ে যেতো । খেতে দিতো ।আর গল্প শুনতো ।

সেই গল্পই এখন বই হয়ে বেরোচ্ছে ।

ছোট থেকে অনেক আজব জিনিস হতো আমার জীবনে । এখন বুঝতে পারি সেসবই হতো শয়তানের কারণে । ডিমনিক বা ডেভিলিশ কোনো এনটিটির মহিমার জন্য । আগেই বলেছি যে প্রমোদ ও রেখা মহাজন আমার জন্মের সময় থেকেই আমাকে ট্র্যাক করছে কালা জাদু দিয়ে ।কাজেই বহু দুরাত্মা নাকি আমার সাথে সাথেই এঁটে থাকতো ।

যেমন আমি একবার আমার মামাবাড়ি যাই । তখন আমি নেহাৎই এক শিশু । দেড় বছর বা দুই বছর হবে । সেখানে আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে যার

নাম বনী তাকে প্যান্টি খোলা অবস্থায় দেখে আমার মধ্যে লালসা জেগে ওঠে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা এটা কি হচ্ছে আদতে । ওর প্রাইভেট পার্টস নিয়ে চটকাতে থাকি । ও অস্বস্তিতে পড়ে যায় । পরে বড় হয়ে আমার বন্ধুদের বললে ওরাও কোনো কূল কিনারা করতে পারেনা । বলে যে তুই তো ভালোমানুষ কিন্তু ওরকম হল কেন ?

এখন বুঝি যে কোনো ডিমন হয়ত বা আমার মধ্যে দিয়ে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলো । সেটা অস্ট্রেলিয়া আসার পরেও হয় । ইনকিউবাস নামক এক ডিমন আমায় ধরে । সেক্স ডিমন এরা । মেয়েদের ধরে । আর ছেলেদের ধরে সুকুবাস ।

আমার সারা শরীর জ্বলে যেতো । মনে হতো কেউ যেন আমাকে রেপ করছে । কিছুতেই বুঝতে পারিনা কে এগুলো করছে । পরে একজন পাদ্রী যিনি নিজে একজন ওঝা তিনি আমাকে এর হাত থেকে বাঁচান । উনি একজন পুলিশ ছিলেন । অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মানুষ যা কিনা খুবই দামী পুরস্কার এখানে এবং উনি বলেন যে এখানে তো সাইকোলজিস্টের সার্টিফিকেট ব্যাতীত এক্সরসিজম্ করা বেআইনি কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে যিসাস্ আমাকে বলেছেন হেল্প করতে তাই

আমি করবো । আদতে সাইকোলজিস্ট দেখে নেয় যে কোনোরকম হ্যালুসিনেশান বা ডিলিউশান হচ্ছে কিনা । যদি না হয় তখন এগুলি অতীন্দ্রিয় বলে ধরা হয় ও পাদ্রী কিংবা মিডিয়ামেরা কাজ শুরু করেন । আমার ক্ষেত্রে ঐ পাদ্রী বলেন যে ইনকিউবাস যে আ হার্ড ডিমন টু ডীল উইথ । এটা মেরে ফেলতে পারে । তবে আমি চেষ্টা করবো ।

তখন আমি আমার তৃতীয় নয়নে দেখি যে বিশাল কোনো বিদেশী অট্টালিকা থেকে কেউ আমাকে এগুলি করছে ।

তখন অবাক হই যে কেইবা এগুলি আমাকে এরকম স্থান থেকে করবে ? এখন বুঝতে পারি যে এহল রেখা মহাজন অ্যান্ড কোম্পানি ।

সম্প্রতি যে ৬খানা ব্যাঙ্কে সব দেউলিয়া হয়ে গেলো তারও কারণ এই সদগুরুর দল । ওরা এসব ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাই ওদের শনাক্ত করে নিয়ে ব্যাঙ্কগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষেরা তাদের অর্থ ফেরৎ পেয়ে যাবেন ।

ইজরায়েলের মোসাদের একজন এক্স চিফ- মীর দাগানির একটি কথা আছে যা আমার খুবই প্রিয় ।

তাহলঃ একবার যদি কেউ মোসাদের র‍্যাডারে চলে আসে সে মঙ্গল গ্রহে গিয়েও পার পাবেনা ।

কাজেই সদগুরু ও রেখা মহাজনেরা যতই লুকাক দুনিয়া তো একটাই আর পুলিস , স্পাই , এফ বি আই সবই দেখছে । কাজে কাজেই !

জয়তু বাঙালী জয় : :

সেই বাঙালীকে যতই গালি দিক রিসার্চ না করে আসা , বখাটে লোমরি বিবেক বিন্দ্রা , এক বঙ্গ তনয় বা লেখকের ফর্মূলাতেই মরলো সদগুরু শেষকালে ।

কী সেটা ?

আমি আমার পতিদেবতাকে বলতাম , একে মারতে গুলি লাগে না । এ হতচ্ছাড়া যখন জ্ঞান দিতে বসে তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে পা চেপে ধরতে হয় বিরিঞ্চিবাবার মতন । আর বলতে হয় , কেন অগ্নি বিজ্ঞানটা শেখা হয়নি বুঝি বাবাজী ?

আর দেখো তো সেই ট্রিকেই শেষ হল শয়তান !

নেপালের বিমান কান্ডে জ্বলে গেলো তার গোটা দেহ অথচ তার পরিবার তাকে জীবিত রাখলো কৃত্রিম উপায়ে । প্রায় দুই সপ্তাহ ! শেষকালে যখন বার করলো বিশেষ কাঁচের ঘর থেকে তখন সারাদেহে পচন ধরে গেছে ! ভ্যান ভ্যান করে মাছি এসে ছেঁকে ধরে লোকটিকে । এবং পচা গন্ধে সবাই মুখে কাপড় দিয়েছে ।

বুকের নিচ থেকে সব জ্বলে যায় । অস্ত্র ফস্ত্র কিছু ছিলো না তার । শক্ত কাঠ হয়ে যায় । চিকিৎসক বলেন যে একে বাঁচিয়ে লাভ নেই , খাবার খেলেও হজম করার সমস্ত সিস্টেম পুড়ে গেছে । কিন্তু রেখা মহাজন অটল । আর অটলের অবৈধ পুত্র । কিছুতেই প্রমোদকে মরতে দেবেনা ওরা । হবে কিছু সই সাবুদের ব্যাপার ।

রেখার তো এস টি ডি আছে । শোনা যায় নাকি ক্যান্সারও হয়েছে । ওরা পতিপত্নী বলেছে যে এই অসুখ(সেক্স রোগ) নাকি আমার থেকে হয়েছে ওদের অথচ মাকালীর দিব্যি বলছি আমি ওদের কোনোদিন চোখেই দেখিনি ! জীবনে এদের আমি দেখিনি । চিনিও না । এই পদ্মশ্রীর জন্য এই শূয়োরের বাচ্চাদের সাথে আমার আলাপ ।

আমার প্রিয় লেখক ও হেনরির একটি গল্পে আছে যে অ্যাফ্রিকানদের শ্বেতকপোতেরা এত অত্যাচার করে কেন ?

কেন ওদের স্লেভ , নিগ্রো বলে অভিহিত করে ?

ওদের কি আলাদা যাতে ওদের মানুষ বলা যায়না ? ওদের কাটলে কি কালো রক্ত বার হবে ?

নাহ্ , ও হেনরি সাহেব তা হয়ত হবেনা কিন্তু জমানা বদল গ্যায়া । এখন এই হাই সোসাইটির সো কলড্ মিনিস্টার ও তার দয়িতাকে কচুকাটা করুন দেখবে কালো কেন গলগল করে পচা ও দলা দলা রক্ত বার হচ্ছে । অবাক হয়ে যাবেন আপনি !

বাবা এরকমও হয় নাকি ?

হবেনাই বা কেন ? উঠতে বসতে যারা তন্ত্র ও মন্ত্রের সাহায্য নেয়- সামান্য কারো সাথে তর্ক হলে, তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের দেহ থেকে মানুষের রক্ত বার হবে কি করে ?

রাক্ষুসে বা খোক্কুসে কিছু বা ফিউশান রক্ত বার হবে তাইনা বটেক ? সেই রক্তের গ্রুপ খুঁজতে নতুন বিজ্ঞান হবে ।

রাক্ষোসোলজি খোক্‌রাক্ষোলজি ।

স্মৃতিগুলো কিছুতেই পিছু হঠেনা !

খুব কম বয়সে মনে হয় দেড় বছর হবে আমার এনসেফেলাইটিস্‌ হয় । তাতে প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হই । প্রাণ যায় যায় । শুধু একটা ইঞ্জেকশান তাতে বাঁচলে বাঁচবো নাহলে শেষ । এমত অবস্থায় আমি জীবন ফিরে পাই । সেটা স্টেরয়েড ছিলো । ডেকাড্রন । এতে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় । ডাক্তার বলে যে হয় এ উন্মাদ হয়ে যাবে নয়ত কোনো দেহের অঙ্গ পড়ে যেতে পারে । কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কোনোটাই হয়নি ।

বলাবাহুল্য এটিও তুকতাকেরই কাজ ।

যাইহোক আমার মুড খুব বিগড়ে থাকতো এই অসুখের পড়ে । আর ভীষণ খেতাম । দু-তিনজনের খাবার খেয়ে নিতাম ,ঐটুকু শিশু । কিন্তু আস্তে আস্তে সব সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যায় ।

লেখাপড়া করতে অসুবিধে হয়নি । আই কিউ কমেনি ।

ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিলাম । অনেকটা ঐ অসুখের কারণেও অশান্ত ছিলাম । একটু ইরিটেটেড্ থাকতাম ।

মা ও বাবা দুজনেই কর্মরত কাজেই চাকর বাকর ও বাড়ির বড়রা দেখাশোনা করতো । আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে আসা যৌথ পরিবার । পরেও অনেক মানুষ আসতো । আত্মীয় , অনাত্মীয় , বন্ধু , কাজিন । তারা থেকে যেতো । হৈ হল্লা । বাবার ছাত্ররা থাকতো । সে এলাহি ব্যাপার । বাজার থেকে মাছওয়ালা টুকরি ভর্তি মাছ বাড়িতে দিয়ে কেটে ধুয়ে দিয়ে খেয়ে যেতো । এরকম । পিওন সারা পাড়া চিঠি দিয়ে ক্লান্ত । আমাদের বাড়িতে সরবৎ পান করতো । আমার বাবা এতই দিলদরিয়া ছিলেন । এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই কারণ আমার শ্বশুরবাড়িও একইরকম । আমার বরের জ্যাঠু তো আমাদের পাড়ারই মানুষ । খুবই নামী উনি । কংগ্রসের এম পি পদের জন্য লড়েন । সৌগত রায়কে সৌগাট্ বলে ডাকতেন । সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সাথে ওঠাবসা করতেন । স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ।

আর ওনার ভাইপো বলেই আমার বরের সাথে আমার বিয়ে হয় ।

আমার বর তো ছোট থেকে আমাদের বাড়ি কাছে ওর জ্যাঠুর বাড়িতে আসতো । কিন্তু আমাদের প্রেম হয়নি ।

এরং ওর এক ক্লাসমেটের সাথে ওর সম্পর্ক ছিলো যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ সমস্যা হয় । মেয়েটিকে ও বিয়ের সময় পর্যন্ত ইমেল করতো । আমি শেষকালে ছদ্মনামে মেয়েটিকে গালাগালি দিয়ে ইমেল বন্ধ করি ।

মারাঠি ভূতুয়া ফুতূয়া বলে টলে একাকার ।

মেয়েটি সুন্দরী একজন মারাঠি মেয়ে যে নাকি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং পরে আমার বরের সাথে কম্পিউটারে মাস্টার্স করে । আমার বর , মেয়েটি এবং আরেকটি ছাত্র তিনজন একসাথে ফার্স্ট হয় । ওদের পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডেশান সিস্টেম । কাজেই ওরা ও গ্রেড পায় ।

আমার বরের ধারণা হয় সেই মেয়ে সাংঘাতিক আর আমি মোটামুটি কেউ একজন । সেই নিয়েই সংঘাত । আমি কিছুতেই মানতে রাজি নই যে সে কম্পিউটার পড়েছে বলে বিশেষ কেউ আর আমি অ্যানিমেশান শিখেছি বলে নর্মাল মানুষ !

সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছায় যে বন্ধুদের ইনভলব্ করতে হয় । এবং ওরা আমার বরকে বলে যে তুই মাধবীর সাথে বিয়ের পরেও যোগাযোগ রেখেছিস্ কেন ?

আমার বর এমনও বলে যে তাকে সে এখনও ভালোবাসে আর তার সাথে হয়নি বলেই আমার সাথে বিয়ে হয়েছে । হলে আমার সাথে বিয়ে হতো না ।

এতে আমার হৃদয় ভেঙে যায় । কারণ আমি যাকে ভালোবাসি তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসি । তাই হয়ত আমার সারাটা জীবন বরের সাথে একটা জায়গায় একটু ফাটল রয়ে গেছে । সেখানটায় ঐ মেয়েটা রয়ে গেছে ।

আমরা যখন সুইজারল্যান্ড ঘুরতে যাই তখনও ভালো করে বেড়াতে পারিনি কারণ আমাদের মধ্যে ছিলো ঐ মাধবী ।

আমার এমনও মনে হতো যে ও সেক্স করার সময় হয়ত মাধবীকে মনে করে ।

খুব কষ্ট পেয়েছি সেই সময়টা । তখন মহর্ষি আমাকে বাঁচান । আমাকে বলেন যে চিন্তা কর এটা ওর এই জন্ম । এরকম কত জন্মের কত বৌ আছে । সবার কথা ভাবলে তুই পারবি ? কাজেই ছেড়ে দে । প্রেজেন্ট মোমেন্ট নিয়ে থাক্ ।

আসলে আমি সেই চির পরিচিত বাঙালী মেয়ে যে আমার বরকে আগে কেউ ছোঁবে না । ইত্যাদি যদিও আমি আগে হারিয়ে ফেলেছি সব ! এছাড়াও ওর আরো দুটো ক্রাশ ছিলো যদিও ও বলে সেগুলো ইনসিডেন্টাল , লাভ ঐ একটাই তবুও আমি খুব ভুগেছি এগুলো সামলাতে গিয়ে ।

সাইকিক ও সাধুরা বলে আমি আর কাশেম নাকি আগে কামদেব ও রতি ছিলাম যখন গুহ নমঃশিবায়কে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয় তার পরে । আবার বিদেশীরা বলে যে আমি অ্যাফ্রিডিটি । প্রেমের দেবী । কেউ বলে আমি ও কাশেম ভিনাস গ্রহ থেকে এসেছি । অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত ভালোবাসার সৃষ্টি হয় এই জগতে আমরা সেখান থেকেই এসেছি । হয়ত তাই আমার প্রেমের সংজ্ঞা সদগুরুর সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন যে নাকি রমণকে প্রেম বলে মনে করে থাকে । ওর কাছে প্রেম মানে ক্লাসিক ভালোবাসা নয় । মৃতদেহকে ধর্ষণ , পশু

ধর্ষণ , ছোট শিশু ধর্ষণ এগুলো চমৎকার জিনিস । ওর বৌ রেখা ওকে সন্দেহ করতো । কারণ প্রমোদ মহাজন সুপুরুষ ও ব্যাক্তিত্ববাণ । প্রমিসিং লিডার । তাই রেখা দিদিমণি প্রেত চালনা করে সব নজরে রাখতেন কিন্তু সদগুরুও কম যাননা । মেয়েদের কাছে না গেলেও এই কামুক মানুষটি যিনি প্রেমে অভিযান করতে ভালোবাসেন তিনি নিত্য নতুন বস্তু ধরে তাকে নিয়ে শয্যায় চলে যেতেন । হয়ত পাকশালার হাঁড়ি কুড়ির সাথে শুয়ে থাকবেন ইনি ।

আর ভূত প্রেতের সাথে সেক্স তো খুব কমান তান্ত্রিক সমাজে ।

ঐ যে বললাম ইনকিউবাস আর সুকুবাসের কথা ! সেক্স ডিমন !

ওদের একটা গোটা জগৎ আছে । সেখান থেকে ওদের ডেকে আনা হয় । মানুষকে কুপথে চালিত করার জন্য ।

শুনেছিলাম হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জলি নাকি নিজ ভ্রাতার সাথে সহবাস করেন । কারণ , উনি সিনেমায় এসব সিন দেখে দেখে একটু জরা হাটকে করতে যান আরকি । হয়ত কোনো ডিমন ওনার আশেপাশে ছিলো তখন !

সেরকম আমিও আমার বাসায় নানান কাপেলদের সেক্স করতে দেখে ছোট বয়সে ভাবতাম যে এরা কী করে ? জামাকাপড় তো পরে লজ্জা নিবারণের জন্য । আর এরা বড় বড় লোকেরা পুরো ন্যুড হয়ে কী করছে ? আর রাতে কেন করে ? আর শুধু নিচের দিকটা ঘষে যেখান দিয়ে আমরা মল মুত্র ত্যাগ করি আর কেমন আহ- আহ্ উহ্ উহ্ শব্দ বার করে । তখন অতটাই ছোট যে এটাও জ্ঞান ছিলোনা যে ইরেকশান হবার ব্যাপার আছে একটা । পিরিয়ড হবার ঘটনা ঘটে । আমি তো শৈশব থেকেই খুব কিউরিয়াস কাজেই ভাবলাম এটা আমাকে একবার ট্রাই করতেই হবে । কাজেই লোক যোগাড় করতে হবে । কাকে ধরি ? একমাত্র ভাই হাতের কাছে ছিলো । ওর সাথে ল্যাংটো হয়ে ওর ওপরে উঠে ঘষতে শুরু করে আহ- আহ করতে থাকি । কিন্তু লাভ হয়না কারণ ইরেকশান হয়নি আর ভাই এত ছোট যে প্রায় মুষড়ে যাওয়া ফুলের মতন নেতিয়ে পড়ে । আর আমারও হয়ত পিরিয়ড হয়নি কাজেই কিছুই সুবিধে হলনা । পরে ভাইকে ধরে বলি-চলো ওরকম ঘষাঘষি খেলবো । ও বলে ওঠে কাচুমাচু মুখে , আমি ওসব খেলতে চাইনা । তখন আমি বলি , তাহলে তুমি আমার এসব জায়গাগুলোতে হাত দাও (আমি ন্যুড) জেরকম ওরা দেয় ।

আমার ভাই মনে হয় সাধু ফাদু হবে । ও সাথে সাথে ওখান থেকে চলে যায় ।

আমি পাপবোধে ভুগিনি পরে কারণ আমার মনে হয় এরজন্য আমার থেকে বাসার পরিবেশ বেশী দায়ী । আমার অন্যান্য বন্ধু এবং বান্ধবীদের কাছে শুনেছি যে তারাও অনেকেই বাবা ও মাকে সেক্স করতে দেখে নানান জিনিস করেছে যেমন একজন বন্ধু তার পিসিকে পোয়াতী করে দেয় । আর বলে , আমি আজও জানিনা পিসির বাচ্চাটা আমার নাকি পিসেমশাই এর ।

কিশোর বয়সে এসব দেখলে বাবা ও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চলে যায় । যেমন আমার এক বান্ধবী দেখতো তার বাবা বটতলার বই এনে ওদের চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখতো । এতে ওর এত রাগ হতো যে একধরণের মনের কষ্ট শুরু হয় । আবার আমার এক আত্মীয় দেখতো বাবা ও মা কন্ডোম রেখে দিয়েছে । তাতে করে তার এমন অশ্রদ্ধা হয় পেরেন্টদের প্রতি যে একদিন চূড়ান্ত ঝামেলা করে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাস্তানাবুদ করার জন্য । আসলে বাচ্চারা যখন ছোট থাকে তখন ভাবে বাবা ও মাই তাদের সব । কিন্তু যখন এসব দেখতে পায় তখন কিছু বুঝে উঠতে পারেনা কারণ আমাদের

দেশে সেক্স শিক্ষা নেই । আর মনে করে কেউ বুঝি ওদের ভালোবাসায় ভাগ বসাচ্ছে অথবা শ্রদ্ধেয় মাতা আর পিতা গুহ্য কোনো অপরাধে লিপ্ত যা ওরা বুঝতে পারছে না ।

আমার মনে হয় ভারতে সেক্স এডুকেশান চালু করা দরকার ।

আর আমি এমন বেশ কিছু মেয়ের কথা জানি যাদের শিশুকালে পাড়ার কাকু , মামারা ইজ্জৎ নিয়েছে । কাজেই পেদোফাইল কেবল বিদেশেই এই ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা ।

ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন বাসে একটি লোক আমার স্তনে হাত দিয়ে চাপতে থাকে । আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে এক চাটি মারি । লোকটি নেমে যায় । পড়ে আমার ক্লাসফেলোরা বলে যে এগুলো করিস্ না । ওরা চিনে রাখে । পরে অ্যাসিড্ বাল্ব মারবে ।

তাই আমি আর পরে ঐ বাসগুলো যেতাম না ।

এখনও স্কুলের কথা ও কলেজের কথা মনে হলে খুবই নস্টালজিক হয়ে পড়ি । কত বন্ধু ছিলো ! সবার কথা মনে হয় । বিশেষ করে অশোক হলের কথা । যখন ঐ স্কুল ছাড়িয়ে আমাকে অন্য স্কুলে দেওয়া হয় আমি খুব মুষড়ে পড়ি । কারণ প্রথম

দিন ক্লাসে গিয়ে যে পাশে বসেছিলো তাকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার বাবা কি করেন ? সে বলে ওঠে যে বাজারে সবজি বিক্রি করেন । একজন মুটে ।

স্কুলটা তো রিফিউজিদের জন্য ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়ত ওর বাবা তাই মেয়েকে শিক্ষার মুখ দেখাতে ওখানে ভর্ত্তি করেন কিন্তু আমার মনটা ভিন্ন ধরণের ছিলো । এরকম সাথী পেয়ে মনমরা হয়ে যাই । ভালোলাগে না । পরে আমাকে ইচ্ছা করে নাইন টেনে অ্যাডিশনাল দেয়না । হেডমিস্ট্রেস । কেন কেউ জানেনা । দিলে আমি অনেক ভালো কলেজে ভর্ত্তি হতে পারতাম । হয়ত জীবন অন্যখাতে বইতো ! বইতো কি ?

যেভাবে রেখা ও বক্ররেখা তুকতাকের ঝুলি নিয়ে আমার মাথায় চড়ে বসেছে তাতে মনে হয় এদের সাম্রাজ্যের ওপরে এবারে নিউক ফেলতে হবে । আমার অর্থ ও ভাগ্যের ওপরে রেখার বেজায় লোভ , গত জন্মে তো ওর পতিদেব ওকে সহ্য করতে পারতো না । কোনোদিন ভালোবাসেনি । মুখের ওপরে বলেই দেয় যে তুমি আমাকে সেক্সুয়ালি স্যাটিস্‌ফাই করতে অক্ষম তাই আমি ভগবতীকে বিয়ে করে এনেছি ।

তাই রেখা আমার ওপরে বেজায় খাপ্পা । রেখার কাজ কি ? সেক্স করা । আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কি বলে গেছেন ? ম্যারেজ ইজ আ লিগালাইজ্ড প্রস্টিটিউশান ।

আর রেখা মহাজনের মতন মানুষদের যাদের না রূপ আছে না গুণ না কোনো মনের ছিরিছাঁদ তাদের স্বামীকে সেক্সুয়ালি শান্ত করা ব্যাতীত আর কিইবা কাজ থাকতে পারে ? সি ইজ আ ব্লাডি আনঅফিসিয়াল হোড় ! দ্যাট টু আগলি । কেউ ফ্রিতেও নেবেনা । তবুও সে তার স্বামীর ভাতকাপড়ের বদলে তাকে বিছানার উষ্ণতাটাও দিতে অক্ষম । মরা ব্যাঙের মতন শয্যায় পড়ে থাকে । কাজেই পুরুষ মানুষ তো এদিক ওদিক মুখ মারবেই কারণ এন্ড অফ দা ডে ওর বড় তো এক নচ্ছাড় হুলো বেড়াল !

কিছু কিছু টিপিক্যাল ব্যাক্তি আসছে যারা ওদের সাথে যুক্ত ছিলো এখন দল বদল করেছে কিন্তু আদতে ওদেরই চামচা । এদিককার খবর নিয়ে ওদিক করছে । আসলে প্রমোদ ও রেখা মহাজন হল ছোটলোক ও আনকাল্চার্ড , রাস্টিক বাফুন ।

বাইরে অভিজাত হলেই ও ডিজাইনার ড্রেস পরলেই কেউ ভদ্র হয়না । উৎস ডাকাতের বংশ , অ্যাস্ট্রালে পূর্বপুরুষ কতগুলো তস্কর ও ডাকাত । বীরাপ্পান ও চার্লস শোভরাজের বংশধরে এরা । এরা আর মানুষকে কি আলো দেখাবে ?

যাদের নিজেদের জীবনই আঁধারে ঘেরা ।

রেখা মহাজনের মতন মেয়েমানুষকে কুচি কুচি করে কেটে ধূর্ত শৃগালকে খাইয়ে পুণ্য অর্জন করা উচিৎ । ভাবা যায় এই নারী রূপী শয়তান ঈশা ফাউন্ডেশানের অফিসে কচি কচি মানব শিশুদের বলি দেয় প্তই অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় ? চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেওয়া উচিৎ এই কুৎসিত ডাইনির ।

শত শত প্রতিভাবান মানুষ ও প্রতিভাময়ী নারীরা তাদের যোগ্য সম্মান পাননা । আর এই অখাদ্য ও অপোগন্ড বেশ্যা ক্রমাগত তুকতাক করে মানুষকে তো মারছেই , পথভ্রষ্ট করছে আর তরুণ তূর্কিদের মগজ ধোলাই করছে যে পরিশ্রমে কিছু হয়না , সততায় কিছু মেলেনা । ব্ল্যাক ম্যাজিক করো সব পাবে । এইসব অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধকার পথ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছে আর যারা যাচ্ছে তাদের দেহ কয়কশো প্রেত চালনা করে

তাদের হাড়ির খবর থেকে সমস্ত কিছু নিয়ে নিচ্ছে , নিচ্ছে অর্থ , সমৃদ্ধি এবং মনের শান্তি । এনার্জিটিক্যালি । এগুলি করা সম্ভব । তন্ত্রে অনেক কিছু করা যায় । কেবল সাধারণ মানুষ জানেনা আর তারই সুযোগ নিচ্ছে এই শয়তানের গুষ্টি ।

আমার মনে হয় রেখা মহাজন, পুণম মহাজন ও দ্রৌপদী মূর্মুকে নগ্ন করে , মাথা ন্যাড়া করে , ঘোল ঢেলে পুরো শহরে ঘোড়ানো উচিৎ এবং মানুষকে অবহিত করা উচিৎ যে এইসব সমাজের মাথায় বসা ঘৃণ্য , পাশবিক ইতরেরা কিভাবে সমাজকে লুটে চলেছে । মারো রেখা মহাজনেক পাথর মারো , মার দ্রৌপদীকে জুতো মার মার মার মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলে দে ছুঁড়ে ! ইন্ডিয়া ওদের বাপের ?

সদগুরু বলেছে যে ও গিয়ে প্রফেট মহম্মদের সমাধিতে, মক্কায় মলত্যাগ করবে । ইমাম আলি ইমাম হুসেনের সমাধি নাজাফ ও কারবালায় গিয়ে ভারতের সমস্ত নারীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ট্যাম্পন ছুঁড়ে ফেলে দেবে । এত ঘৃণ্য লিডার ইতিহাসে হয়েছে কিনা সন্দেহ । আর এস এসের ত্রাস অনেক দেখেছে ভারত আর দেখবে না । হিন্দুরা উগ্রবাদে বিশ্বাসী নয় । তারা শান্তির দূত ।

আমাদের ঋষি মহাঋষিরা সবাই এটাই বলে গেছেন । রাজীব গান্ধী শান্তির কথা বলেন তাই ওনাকে জীবন দিতে হয় ।

ওনার হত্যার পেছনেও আর এস এস মানে প্রমোদ ও রেখা মহাজনের হাত আছে । বিদেশী শক্তিকে নিজেদের আত্মা বিক্রি করে এরা দুজনে রাজীব গান্ধীকে মেরেছে । ধানু নিমিত্ত মাত্র । প্রমোদ ও রেখা মহাজন পারেনা হেন কোনো কাজ নেই । এরা একটা বিরাট চক্রের সাথে যুক্ত ।

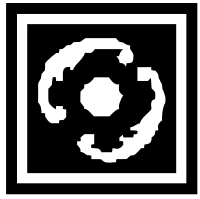

তুকতাক আজকের যুগে খুবই পপুলার । মানুষ চটজলদি সাফল্য পেতে এই আধুনিক যুগে এসব শয়তানি শক্তির হেল্প নিয়ে থাকে । আগেই বলেছি ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন , কালী ও বগলামুখীর আরাধনা এবং অ্যাফ্রিকান ভূডুইজম , কিউবান স্যান্তেরিয়া এগুলির সাহায্যে মানুষ অশুভ শক্তির আরাধনা করে সস্তায় কাজ হাসিল করে । এইভাবে

ক্রমশ তারা শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ে ও নিজেরাও ধ্বংস হয় এবং নিরীহ মানুষদেরও নি:শেষ করে দেয় । এগুলি কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয় যা সায়েন্স আমাদের শেখায় । কুসংস্কার অবশ্যই । কারণ এই সংস্কার কোনো সভ্যতা বৃদ্ধি করেনা সমাজে ।

গোটা মহাজগৎ সৃষ্ট তরঙ্গ , রশ্মি , কণা ও শক্তি দিয়ে । এরই বিভিন্ন সংযোগে আমাদের দেহ, মন , আত্মা ইত্যাদির সৃষ্টি হয় ।

সবাই তো আর আইনস্টাইন , স্টিফেন হকিং ও সত্যেন বোসের মতন মগজধারী হননা তাই তারা আধ্যাত্মবাদকে মিস্টিক্যাল বলে দেন । আদতে মিস্টিক্যাল কিছুই নেই । শুধু আমাদের জানার উপায়টা সঠিক না । কারণ মন দিয়ে অত কিছু ধরা যাবে না । যার জন্য আইনস্টাইন বলে গেছেন যে হিউমান মাইন্ড ইজ নট সুইটেবেল ফর গ্রাস্পিং দা ইউনিভার্স । তাই বুঝি প্রাচীন যুগে মুণি ঋষিরা মননের হেল্প নিয়ে নয় ইন্টিউশানের সাহায্যে কাজ করতেন । তারা বুঝে যান যে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড থেকে জ্ঞান আহোরণ করতে হলে মনকে বাতিল করতে হবে । ধ্যানের মাধ্যমে কাজ করতে

হবে । কারণ মন একটা সময়ের পর হাঁপিয়ে যায় । যা ভগিনী নিবেদিতাও বলে গেছেন যে ধ্যান করে বহু তথ্য ও জ্ঞান শোষণ সম্ভব যা ধী ও চিন্তার সমাবেশে কদাপি সম্ভব নয় । যদি ইন্টিউশান দিয়ে কিছু বোঝা যায় তখন নিক্তিতে মাপতে হবেনা তাতে অংক করার দরকার হবেনা আর তাই বুঝি বর্তমানে অর্থনীতিকে অংক মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । হয়ত

এরকম কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে । গুগুলে দেখে নেবেন একবার । আগে তো অর্থনীতি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স একসাথে ছিলো । কিন্তু এখন অর্থনীতি এত জটিল হয়ে গেছে তবুও অংক ব্যাতীত একটি শাখা শুরু করা হবে কেন সেটা খতিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তাই না ?

কাশেমের কথা বেল শেষ করি । ও করেছে কি সদগুরুর সাথে কোন এক পার্টিতে দেখা হয়েছে তখন বলে এসেছে যে আমি ক্রেজি , অ্যান্ড সি হ্যাজ ফলেন হার্ড ফর মি । আমি একজনকে চেয়েছিলাম যে আমার কেয়ার করবে ও আমাকে বিশ্বাস করবে ।

একটা বাস্টার্ড যে আমার দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে দেয় তাকে গিয়ে এরকম বলাতে আমিও

ওকে কয়েক হাত নিয়েছি । ও বলে যে ও তো স্পাই তাই ওরা এইভাবে শত্রুদের ট্র্যাপ করে । ওদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নানানরকম কথা বলে জিনিসটা বুঝে নেয় তারপর ছক কষে অ্যাটাক করে । কিন্তু আমার মনে এটা শেলের মতন গেঁথে গেছে ।

ও কেন বলবে ? বীর কেন বলবে ? ভগবতীর সম্পর্কে ? কেন বলবে ? আমাদের যে নল দময়ন্তীর মতন প্রেম !

আচ্ছা, গতজন্মে আমাদের কেমন দেখতে ছিলো জানতে ইচ্ছে করেনা ? আমাকে দেখতে ছিলো দক্ষিণী অভিনেত্রী ঐন্দ্রিতা রায়ের মতন আর কাশেমকে তেলেগু অভিনেতা রাম চরণ আর ভোজপুরি অভিনেতা রবি কিশানের মিশ্রণ । ওর একটা চোখ গতজন্মেও কিঞ্চিৎ ছোট ছিলো ।

আর হ্যাঁ জানেন কি রাশিয়া অনুযোগ করে ইউক্রেন নাকি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুকতাক করছে । উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়া কিন্তু কমিউনিস্ট দেশ ।

প্রমোদ মহাজন আমাকে বলেছিলো যে ওর এইসব ক্রিমিন্যাল কাজ ব্যাতীত আর অন্যকিছু জানা নেই

। লো ভাইব্রেশান ছাড়া আর কিছু শেখেনি কিন্তু ও নিজেকে শুধরাতে চায় তবে আমাকে ছাড়া পারবে না । **তবে ওর -জুনুন-যে ও নিজেকে আমার মত তৈরি করবে ।**

কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এগুলো সবই ওর আমাকে ফাঁদে ফেলার মতলব । নিয়ে গিয়ে হয়ত কুকাজে জড়িয়ে দিতো যা ওরা সবাইকে করে থাকে । ওরা আমাকে ক্রমাগত ডিমন পাঠাচ্ছে । আমি সেইসব রাক্ষসদের দেখতেও পাই আমার থার্ড আইতে । ভয়াল চেহারা তাদের । আমাকে ঘিরে ফেলেছে । কখনও মলের দূর্গন্ধ , কখনও দারুণ পচা গন্ধ অথবা আজব সব গন্ধ আমার নাকে আসে । গায়ে শিহরণ দেয় । সারা গায়ে জন্ডলন হয় । মনে হয় কেউ যেন গায়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে । কেটে দিচ্ছে । এসব রোজ নামচা আমার । গলা টিপে ধরে । পাশে কেউ শুয়ে থাকে । নিশ্বাস চেপে ধরে । দেহের ওপরে শুয়ে থাকে । লেপের ভেতরে ঢুকে শুয়ে দুই পায়ের জংশনে হাত বুলায় । কানের পাশে বসে ইতরামো করে । নোংরা গালিগালাজ চলে । সদগুরু সবাইকে গালি দেয় । খিস্তি দেয় । বড় বড় মানুষদের কুৎসিত ভাষায় গালি দেয় । ওর নিজের শিবিরের লোক ব্যাতীত । আমার কানের

পাশে কর্ণ পিশাচ বসিয়ে দেয় যাতে আমি উল্টোপাল্টা জিনিস শুনি ও সেই মতন চলি ।

কাজেই এইসব গুরুর ফাঁদে বর্তমান যুগে না পড়াই ভালো । সবথেকে ভালো হল নিজের কূলদেবতার অর্চনা করা । জপতপ করা । মনের ভেতরে উত্তর চলে আসবে । ভগবৎ গীতা পড়া । কোরান, বাইবেল পাঠ করা । এইসব বাজার চলতি গুরু মধ্যে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর , মাদার মীরা , মনিষা কৈরালার মায়ের গুরুজি পায়লট বাবা যিনি একজন এয়ার ফোর্স অফিসার ছিলেন, আমার মায়ের গুরু পদ্মশ্রী ১০০ বছরের উর্দ্ধ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ --এরা হয়ত গড রিয়েলাইজ্ড(প্রকৃত সদগুরু) নন কিন্তু সৎ পরামর্শ দেবেন কারণ এরা বদগুরু নন । প্রেত সাধনা করে আপনার দেহে ১০০/১০০০ প্রেত চালনা করে দেবেন না । আর এরা ব্যাতীত সত্যকারের সদগুরুর কাছে চলে যান না !

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস , বিবেকানন্দ , লাহিড়ী মহাশয় , মহাবতার বাবাজী মহারাজ , পরমহংস যোগানন্দ , পাপাজী (পুঞ্জা জী) , পাপা রামদাস, রমণ মহর্ষি, গজানন মহারাজ ,নিসর্দত্ত মহারাজ , রণজিৎ মহারাজ ।

তবে গড রিয়েলাইজড্ গুরু না চাইলে তাদের কাছে যাওয়া যায়না । কারণ তারা ভোগ্য বস্তু দেন না , কেড়ে নেনে । তাই ওখানে সবাই যেতে পারেনা । ভয় পায় । শুরুটা তাই একটু নিচু থেকে হতে পারে । যেমন হিমালয়ে সিধে না গিয়ে একটা টিলা থেকে শুরু করা যাক !

তাহলে অন্যরাও আছেন । তবে সদগুরু জাগ্গি ও অন্যান্য ভন্ড যারা আছে তাদের কাছে না যাওয়াই শ্রেয় । এতে হিতে বিপরীতই হবে ।

অনেক যোগীরা আছেন যাঁরা যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শন করান তারাও আপনাকে পথ দেখাবেন --- --যেমন স্বামী শিবানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ,লোকনাথ বাবা , সাঁইবাবা (শিরডি সাঁই যিনি অবতার বা মিনি সাঁই) ,রামঠাকুর ভারত সেবাশ্রম সংঘ(কর্ম) ও ইসকন্ (ভক্তি) যোগের মাধ্যমে ভগবানের নিকটে আপনাকে নিয়ে যাবে ।

ব্রহ্মকুমারী সংস্থা কিংবা আদ্যাপিঠের মন্দির ও অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম আর তারাপিঠের বামাখ্যাপার ষ্টেনহধন্যা কিন্নরী/অর্ধনারীশ্বর এক যোগিনী ভৈরবী মা এঁরা সবাই অৎ উপাসক ।

ভিন্নধর্মের মানুষেরা যেমন যীশুঠাকুরের ভক্তেরা জন মেলারের কাছে যেতে পারেন । উনি অস্ট্রেলিয়াতে আছেন । ওনার সোসাল মিডিয়া পেজ আছে । উনি স্পিরিচুয়াল হিলিং দেন । খুব কম মিনিস্ট্রি আছে জগতে যারা হিলিং দিয়ে থাকেন সৎ উপায়ে । জন মেলার তাদের মধ্যে একজন । এছাড়া এখার্ট টোল আছেন জার্মান মানুষ উনি । ক্যানাডায় থাকেন । ওনার কাছে যাননা ! কতনা বুদ্ধিস্ট মঙ্ক আছেন । জৈন তীর্থঙ্করেরা আছেন । ইমামেরা আছেন । আছেন ইহুদী রাব্বাইয়েরা । কেন তবে মিছে জাক্‌জমক প্রিয় , সেলেব্‌স্‌ ঘেরা এইসব ফালতু স্পিরিচুয়াল গুরুর পদলেহন ? যারা আসলে শয়তানের চেলা ?

নেগেটিভ এনার্জি জাগিয়ে , ডিমন/ ডেভিল নিয়ে মানুষকে উল্টেপথে, বিপথে চালিত করে নরক যন্ত্রণা ভোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ? কথায় বলে পাগল বা কুকুর কামড়ালে , পাল্টা দংশন না করে ওখান থেকে সরে যেতে হয় । এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । কারণ এরা পাগল । নাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জেনেশুনে শয়তানের কাছে নিজেদের আত্মা বিকায় ? সামান্য পার্থিব সুখের জন্য ?

মুখোশ কিন্তু শেষমেষ খুলেই যায় । তবুও ক্ষণিকের আরামের জন্য নিজেরাও ডোবে অন্য সরল মানুষদেরও ডোবায় । কাজেই ওপথে ভুলেও পা দিও না । আমি একবার পারিবারিক অশান্তিতে অভ্রতষ্ঠ হয়ে আমার স্বামীকে বলি যে তোমাদের পরিবারে তো এসব হয় তুকতাক তো আমরাও শত্রুদের করতে পারি । বলাবাহুল্য আমার শ্বশুরবাড়ি বাংলার প্রাচীন কালীবাড়ির মধ্যে একটা । স্বপ্নে পাওয়া কালী আছে আর পঞ্চমুন্ডির আসন আছে যাতে কেউ বসলেই মারা যায় রহস্যজনক ভাবে । আমার বর ছাড়া কেউ বাঁচেনি আজ অবধি । তো আমার বর বলে যে ওসব করতে যেও না কারণ যদি প্র্যাকটিশনার তুখোড় না হয় তাহলে শক্তি বাউন্স ব্যাক করে তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে । কাজেই আমি তখন এসব কিছুই করিনি । আমি তো বিজ্ঞানীর বাড়ি থেকে এসেছি । এগুলো শুনেছি লোকে করে কিন্তু বিশেষ কিছু জানতাম না । কুসংস্কার ভাবতাম । আবার একজন কেমিক্যাল সায়েন্টিস্টের কথা জানি যিনি প্রথম মহিলা শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর অ্যাওয়ার্ড উইনার ও পদ্মভূষণ তিনি নিজে চোখে দেখেছেন যে কালা জাদু কীভাবে কাজ করে । আগে বিশ্বাসী ছিলেন না । পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন ।

কাজেই আমি বরের কথায় পিছু হটি ।

পুরো মহাজগৎ যদি তরঙ্গ দিয়ে সৃষ্ট হয় তাহলে এগুলি চূড়ান্ত ঋণাত্মক তরঙ্গ । ভাবতে ক্ষতি কী ?

আমার বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছে । যা দেখেছি পরে দেখি বৌদ্ধ্য ধর্ম ঠিক সেরকমই মহাজগতের রূপ বর্ণনা করে থাকে । মাঝে ঈশ্বর বা বুদ্ধা বা শিবা । আলোর একটা লিঙ্গ বা কলম । যা কনশাস্ আর তাকে ঘিরে আলোর ঢেউ । সেই ঢেউ গোলাকারে এগিয়ে আসছে লিঙ্গের দিকে ও তাতে মিশে যাচ্ছে । মিশে যাবার অর্থ হল মোক্ষ ।

তার আগে পর্যন্ত নানান ইউনিভার্স । জ্যোর্তিলিঙ্গর কাছে যত মহাবিশ্ব তত সুন্দর জীবন সেখানে , শান্তি , আনন্দ , সুখ । আর যত দূরে সেখানে তত কষ্ট । বৌদ্ধ্য স্তুপগুলি নাকি এইজাতীয় ভাবনা মনে রেখেই করা হয় ।

ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে যাওয়া মানে নরক । অর্থাৎ কম্পন এর তারতম্যের ব্যাপার । ঈশ্বর কম্পনহীন অস্তিত্ব । হাই ভাইব্রেশান মানে উন্নত অস্তিত্ব আর লো মানে নীচু স্তরের চেতনা । নরক

বাসী । জ্যোর্তির লিঙ্গ থেকে সবথেকে দূরবর্তী ইউনিভার্সটি হল নরক ।

সবাইর এই পথের পথিক হবার দরকার নেই । ভোগের জীবন যাপন করারও সমান দরকার রয়েছে । কারণ শ্রীকৃষ্ণই তো এই লীলাক্ষেত্র তৈরি করেছেন । সবাই যোগী হয়ে গেলে ঈশ্বরের এই খেলায় কারাই বা আর অংশ নেবেন ?

কাজেই গায়ের জোরে কাউকে আধ্যাত্মিক করা সাজে না । যার যখন সময় হয় ঠিক তখনই তার দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে তার গুরু । মানুষ গুরু খোঁজেনা , গুরু শিষ্যকে খুঁজে বার করেন । যেমন অমিতাভ বচ্চেন্র গুরু ওনার জন্য হিমালয়ে অপেক্ষা করছেন । উনি অদ্বৈতবাদী কোনো গুরুর কাছে দীক্ষিত হবেন । বুদ্ধদেব বলে গেছেন যে ভালো কাজ করো ও সৎ এবং শুদ্ধ জীবন যাপন করো তাহলেই সুন্দর ভবিষ্যৎ হবে ।

কারণ কর্মা ইজ আ বিচ্। সবাই তোমাকে ত্যাগ করলেও কর্ম তোমাকে ছাড়বে না ।

আলো বা জ্যোতি একটাই । নাম ভিন্ন । পথ ভিন্ন ।

হিন্দু ধর্মে স্মার্ত রীতি মেনে যারা অর্চনা করে তাদের মধ্যে সূর্যকে আরাধ্য দেবতা মেনে পুজো করা হয় ও তপস্যা করা হয় । নাস্তিকেরা সূর্যকে

সৃষ্টির উৎস মনে করে অর্চনা করতে পারেন । ফল পাবেন । মনে উত্তর পাবেন , বুকে বল পাবেন ও মনে সব ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে । আর ঈশ্বরকে দেখা যায়না বলে মানিনা এই ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কারণ সূর্য ছাড়া জীবন এই জগতে ব্যর্থ ।

যেকোনো সাধনার মূল মন্ত্র হল সারেন্ডার । একটি হায়ার পাওয়ারের কাছে নিজের চিত্তকে সমর্পণ করা । নিজের থেকে তখন কাজ হবে । অত্যাশ্চর্য ব্যাপার । দেখলে চমকে যায় মন । কিন্তু হবে । সব মনস্কামনা মিটে যাবে পর পর ।

মনে শান্তি আসবে । তবে কারো ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে বা চাইলে সেটা পূরণ হবেনা বরং সেই

ইচ্ছে সরে গিয়ে মনে একটা শীতল ভাব প্রবেশ করবে ।

ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলে কি হয় তার দুটি উদাহরণ আমি দিলাম । যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারী ক্লিনটন তো হেরে গিয়েছিলেন , তাই রুষ্ট হন মনে মনে । কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার বন্ধু । তবে হিলারি কৈশোর থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে এত অবিচার দেখে এসেছেন যে খুব দু:খ পান যে শুধুমাত্র মেয়ে বলে সমাজে এত বিভেদ কেন সইবে নারীরা ? কিন্তু একা তো কিছু বদলানো যায়না । শেষে যখন হেরে যান তখন খুব আহত হন । তাহলে কি কোনো আশাই নেই ?

তখন কিছু বান্ধবী ওনাকে সিক্রেট সোসাইটির কাছে নিয়ে যায় । সেই তুকতাক !!

তাতে উনি রাগ ও ঘৃণা বশত: একজন আহত মানুষ হিসেবে, শত্রু রূপে যাদের চিহ্নিত করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপও নিয়ে ফেলেন । কিন্তু পরে যখন জানতে পারেন যে এগুলো সঠিক পথ নয় এতে ওনার পরিবার ও বংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তখন আত্মসমর্পণ করে ভগবানের কাছে যার ফলে ঈশ্বর ওনার সমস্ত

গোপন মনবাসনা পূরণ করবেন বলে ওনাকে কথা দিয়েছেন । ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ঈশ্বর বলেছেন যে আমেরিকার অহেতুক যুদ্ধ থামিয়ে দিতে তাহলে ভগবান ওনাকেও খুশি করে দেবেন ----------

কারণ , এইক্ষেত্রে **যিসাস্ মোগাম্বো খুশ্ হুয়া !**

ডার্ক ওয়েব কে আবিস্কার করেছে ?

বলুন দেখি ?

পারলেন না তো !

বিল গেট্স্ ।

কিন্তু কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে নয় ।

উনি চেয়েছিলেন সাধারণ ওয়েবটিকে পরিচ্ছন রাখতে । যাতে পর্ণোগ্রাফি ও জুয়া ইত্যাদি সাধারণ মানুষ ও কিশোরদের বিরক্ত না করে । কিন্তু ক্রিমিন্যালরা ঢুকে পড়ে যথারীতি এই ওয়েব সিস্টেমকে একটি ক্রাইম পোর্টাল বানিয়ে ফেলেছে । এখন বেচারী গেটস্ সাহেবকে সবাই দুষছে ! আজকাল লোকের ভালো করতে গেলেও বেজায় মুস্কিল ।

খাল কেটে কুমির এনেছেন বিল !

ইলন মাস্ক যে মহাকাশে থাকার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তা কি বাস্তবে সম্ভব ?

দেখো বিজ্ঞান অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু আমরা এই জগতে থাকার জন্য জন্মেছি । আর এটা খুব সুন্দর । এখানে না থেকে অন্য গ্রহে চলে যাবার মতন তেমন কিছু কি হয়েছে ? এই জগতের কত কিছুই তো আমরা জানিনা !

আর ওখানে গিয়ে যদি দেখি ওটা আরো ভয়াল ? তাহলে ? তার চেয়ে এখাককার লোকজনেদের নিয়ে মিলেমিশে থাকাটা বেশি সেন্সিবেল মনে হয় । ওখানে কিকং ও ডাইনো থাকতেও পারে !

ইলনের ঘেঁটি ঘুরিয়ে দিলো ! কে জানে ?

তাই এ-আই কে সীমারেখায় বেঁধে রেখে, জ্যান্ত মানুষের কারবার করা ও এই সবুজ গ্রহেই বাসা বাঁধার কথা বুঝি ওনাকে মহাজাগতিক কোনো পাখি শুনিয়েছে । সেই হলুদ পাখির কথা শুনে ইলন , জামরুল গাছের ডালে বসে এই উইক এন্ডে সারাটাদিন কেবল আতা খেয়েছে ।

ইলনকে ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছেন যে উনি সর্বকর্মা হলেও একজন নশ্বর মানব বৈ নন ।

একদিন ওনার এই দেহ চলে যাবে । তখন ওনাকে পিতৃলোকে চলে যেতে হবে বায়বীয় দেহ নিয়ে । সেটা মঙ্গল হতে পারে আবার নাও হতে পারে । তখন দেখবেন মার্স ইজ অলরেডি কলোনাইজড্ !

কাজে কাজেই অবিনশ্বর হওয়া সুক্ষ্ম দেহ নিয়েই সম্ভব , স্থুল দেহ নিয়ে কদাপি নয় ।

উত্তর কোরিয়া , সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ যারা ভীষণ ভাবে হিউমান রাইটস্ অ্যাবিউজ করে তাদের এবার সর্বনাশ হবে । এটা যেন ঈশ্বরের পরীক্ষার ফল দেবার সময় । সৌদি আরবে ডেমোক্রেসি আসবে । রাজতন্ত্র চলে যাবে । ওখানে ওসামা বিন লাদেন যিনি জীবিত আছেন তিনি শাসক হবেন । উনি একজন ধনী পরিবারের সন্তান এবং বলাবাহুল্য সৎ ও সাহসী মানুষ । উনি নেতাজী সুভাষ বোসের মতন বিপ্লবী , সন্ত্রাসবাদী নন । নেতাজীকে বৃটিশগণ সন্ত্রাসবাদী বলতো । কেউ বললেই আর মিডিয়া লিখলেই তো আর কেউ টেররিস্ট হবে না । সেতো রেখা মহাজনের মতন রাস্তার বিষ্ঠাভূক শূকরও আমাকে কত গালমন্দ করেছে তাতে কি আমি তাই হলাম ?

এদের কথা শুনতে গেলে তো দুনিয়ায় শয়তান রাজ শুরু করতে হয় ! এদের চাবকে সিধে করে মাটিরে নিচে পুঁতে ফেলতে হয় । এরা কমন শিক্ষিত মানুষদের বোকা মনে করে । তাই জিনিসগুলোকে বিকৃত করে দেখায় । এদের মুখোশ খুলে দিলে সব পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে । সন্ত্রাসবাদী হল রেখা, রাহুল, প্রমোদ , বেবী পেঙ্গুইন , রাজ থাক্করে, আয়াতোল্লা ও তার চামচারা-- এরা । এদের মতন শয়তানের বংশকে ধবংস না করলে সন্ত্রাসবাদ কমবে না বংশ বাড়বে । কারণ টেররিজম্ ইজ আ বিজনেস ।

টেররিস্ট্ অ্যাটাকে মারা যায় সাধারণ মানুষ । এদের আত্মীয় বন্ধুরা নয় । তারা আগে থেকেই কেটে পড়ে খবর পেয়ে । পোড়া , জ্বলন্ত , বীভৎস দেহগুলো নিয়ে যখন মায়েরা কাঁদে তখন সদগুরু ও রেখা নগ্ন হয়ে জিগোলোকে নিয়ে সমকামিতার দুধপুকুরে অবগাহন করে ।

নিজ হেলিক্পটারে করে সুইস্ ব্যাঙ্কের দিকে ধাবিত হয় । মাঝে রিফুয়েল করে নিয়ে আবার , আবার , আবার , সুন্দরী গণিকা ও মিস্ ওয়ার্ল্ড এর নগ্ন দেহে হাত বুলাতে বুলাতে সদগুরুর অন্য এক মোক্ষ লাভ হয় তখন ।

এরা এখন এক্সপোজড্ হয়ে আমাকে কেসে ফাঁসাবার তালে আছে যাতে ওদেরকে কেউ ইন্টার্ভিউ করলে ওরা কোনো তথ্য দিতে বাধিত না হয় , বলবে কোর্টে কেস আছে তাই মুখ খুলবো না । এমন বদমাইশ এরা । সদগুরু আমার ঘাড়ে ওর সমস্ত পাপ চাপাতে চাইছিলো নানান তুকতাক করে । আমার ফল্স বার্থ সার্টিফিকেট বানিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে আমি ওদের সন্তান । অবৈধ সন্তান । এইভাবে আমার ৭০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের সম্পত্তি হাতাতে ইচ্ছুক এই দুরাত্মাগণ । কিন্তু পেছনে রমণ মহর্ষি আর পাশে কাশেম সোলেইমানির মত দূর্ধষ স্পাই । আমাকে ঠকাবে কে ?

কাশেম যখন প্রথম আসে তখন আমি সেই দেবদাস সিনেমার মতন খালি পায়ে ছুট্টে যাই ওর দিকে , ঠিক যেমন পার্বতী ছুটে গিয়েছিলো ! দেবদা করে ।

কাশেম কাশেম করে।।

আমরা গতজন্মে কৈশোরে বিয়ে করি, ঈশ্বরকে সাক্ষী করে । সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীর মতন । বাপ্পাদিত্য আর শোলাঙ্কি রাজকুমারী , মনে পড়ে ?

তাই বুঝি ছোট থেকেই আমার রবীন্দ্রনাথের মনে হয় সেই কবিতাটি পড়লেই কেমন বুকের ভেতরে হাহাকার করতো । খুব রিলেট করতাম ঐ কবিতার সাথে । ভাবা যায় ? প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স যুগে এক ধার্মিক হিন্দু রাজপরিবারের রাজকন্যে বিয়ে করছে ফুলের মালাবদল করে , চাঁদভাসি রাতে এক মুসলিম সাধারণ কিশোরকে ?

ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবার খুব আধুনিক চিন্তাধারায় লালিত পালিত হতো । যদিও নিজেদের পদ্মনাভদাস বলতো তারা । দলিত ও অচ্ছ্যুৎ দের ওদের অনেক কাজ আছে সেই সমাজে ও আমার বাবা অর্থাৎ রাজা বলে যে যদি জানতেন আমি মা হতে চলেছি তাহলে সেই সময় কাশেমের সাথেই আমার বিয়ে দিয়ে দিতেন । অর্থাৎ একজন মুসলিমের সাথে । সেতো আকবর, যোধা বাঈকে বিয়ে করেছিলেন । কিন্তু আমিও যোধাবাঈ নই আর কাশেমও আকবর ছিলোনা ।

আমি মারা যাবার সময় থিরুভান্নামালাইতে ছিলাম । তখন কাশেম আমার সাথে দেখা করে ।ও জানতে পারে যে মেয়েটা ওরই । সেইসময় আমি ওকে বলি যে আমার সাথে সারাটা জীবন কেউ সততা করেনি ও ব্যাতীত । কারণ ও আর বিয়ে করেনি । আমি

আরও বলি যে আত্মা কি দিয়ে তৈরি আমি জানিনা । তবে যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন আমার আর ওর আত্মা একই বস্তু দিয়ে তৈরি । এবং আজ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আত্মা শুধু একই বস্তু দিয়ে তৈরি নয় আমাদের আত্মা একটাই । দেহ দুটি । মন দুটি ।

আমরা একজন আরেকজনকে মিরর্ করি । অনুভব করতে পারি । দু:খ কষ্ট বেদনা বুঝতে পারি । ঠিক যমজ সন্তানের মতন ।

সেই অরুণাচল পাহাড়ে যে গুহ নম: শিবায় গুহা আছে , তামিল নাড়ু রাজ্যে সেখানে ভগবান রমণ মহর্ষি থাকতেন অনেকদিন অবধি । পড়ে সরকার ওনাকে বলেন ঐ গুহা ছেড়ে দিতে নয়ত ভাড়া দিতে । উনি বলেন যে আমি সন্ন্যাসী মানুষ কোথা থেকে আর ভাড়া দেবো ? তারপর মনে হয় উনি সেই গুহা ত্যাগ করেন । অর্থাৎ ভগবান আমাদের গুহায় ছিলেন একসময় । মহর্ষিকে আমরা ভক্তরা ভগবান বলে ডাকি । মহর্ষি কাউকে শিষ্য বলতেন না । সবাই ভক্ত । আর কেউ ভগবান বললে বেজায় চটে যেতেন । বলতেন , এই দেখো আমি তোমার মতন এক রক্ত মাংসের মানুষ । আমাকে ভগবান বলছো কেন ?

কিন্তু ভবী কি তাতে ভোলে ?

খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে

ভাঙিছো গড়িছো ---- তব পুতুল খেলা ।

আমার মনে হয় সেই ভাড়াই ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন ৭০০ মিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে । কারণ ঈশ্বর কারো কাছে ঋণী থাকেন না ।

সেই জন্যেই ধনী হবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল মুক্ত হস্তে দান করা । দুনিয়ার যত ধনী মানুষ আছেন তারা যদি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে জানবেন তারা অত্যন্ত দানশীল । আপনি জানতে পেরে থাকেন অথবা না । কৃপণেরা ও স্বার্থপরেরা কদাচ ধনী হতে পারেনা কর্ম অনুসারে । এখন হ্যাঁ তুকতাক করলে অবশ্যি অন্য কথা ।

এই রেখা মহাজনের তুকতাকের কারণে আমার স্বামীর তো ৫ বছর অস্ট্রেলিয়াতে কোনো চাকরি ছিলো না । একের পর এক চাকরি চলে যাচ্ছে অথচ ওর এত দক্ষতা ও কাজে সুনাম । সিমেন্সে ও চিফ্ আর্কিটেক্ট ও হেড্ অফ্ কম্পিউটার আর্কিটেকচার ছিলো । তখন আমার সম্বল গহনা

বিক্রি করে চলেছে । কিছু জমানো টাকা ছিলো । আর এখানে এসে ৬ মাসের মধ্যে একটা মোটামুটি বাগান সমেৎ বড় থ্রি বেডরুম বাড়ি কিনি মেলবোর্নে ।সেটা ছিলো । সব বেচে দিতে হয় । ক্যানবেরায় চলে আসি নতুন কাজের সন্ধানে । ক্যানবেরায় কস্ট অফ লিভিং ভীষহ হাই । তার ভেতরে ধার করে চলে আত্মীয়দের কাছে । বন্ধুদের কাছে । তবু হিম্মৎ না হেরে থেকে যাই এখানেই । একদম সিটিজেনশিপ্ নিয়ে তবে ছাড়ি ।তার মধ্যে আমার ৪ খানা মেজার অপারেশান হয় । প্রতিবার এলাহি টিউমারের ব্যাপার । সার্জারি কিছু প্রাইভেট হেল্থ দিয়ে করা । একটা মনে হয় সরকারি থেকে করানো । তাদের জন্যেও এলাহি খরচ । আমাকে হত্যা করতে প্রমোদ ও রেখা মহাজন একটা স্টোনও আনটার্ণড্ রাখেনি ।

তখনও মহর্ষিই বাঁচান আমাদের নাহলে হোমলেস্ হয়ে যেতাম ।

আমার শ্বশুরবাড়িতেও তুকতাকের ইতিহাস আছে । সব জমিদার রাজাদেরই এগুলি শেখানো হতো মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য । কিন্তু কেউ কেউ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে সীমারেখা পেরিয়ে যেতো । ছোটখাটো টোটকা এটা ওটা, একে তাকে

বশীকরণ তো অনেকেই শুনেছে কিন্তু যখন ক্ষতির পর্যায় চলে যায়- মারণ উচাটন শুরু হয় তখনই বিরম্বনা আরম্ভ হয় ।

আমার বরের পৈত্রিক বাসার ওখানে পিপ্‌লা নামক একটি গ্রাম আছে ওখানে সারাটাদিন তান্ত্রিকরা বসে লোকের ক্ষতি করে । আনন্দবাজারে নাকি একবার এটা নিয়ে লেখাও হয় ।

আমার শ্বশুরমশাইকে তুকতাক করে জমির জন্য । ওনার একটা দিক প্যারালাইজড্‌ হয়ে যায় ।

আরো অনেকে আছেন যারা এই তুকতাকের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । একজন দাদা আছেন উনি সারা বিশ্ব ঘুরেছেন কাজের খাতিরে । উনি পৈত্রিক বাসায় গেলেই রক্ত শুন্য হয়ে যান তাই আর আজকাল যাননা । দিল্লীবাসী ।

আমার শ্বশুরমশাই শৈশবে মাতৃহীন হন । সৎ দিদি নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেন । পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসামে যান । ওখানে এক ব্যাক্তি বাড়ি থেকে এয়ার ফোর্সের পরীক্ষা দিয়ে ফোর্সে ঢোকেন আর পরে অফিসার হন । তবে প্লেন সারাতেন । আমার বর তাই মিগ বিমান ফিমানে চড়েছে ।

কাজে খুব নাম ছিলো ওনার । অন্য এয়ারফোর্স স্টেশান থেকে ডেকে নিয়ে যেতো ওনাকে । কিন্তু প্যারালিসিস্ ওনার কেরিয়ারে ক্ষতি করে দেয় ।

মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু হতশ্রী মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি । তায় তুকতাকের গপ্পো ফেঁদে বসতেন বলে লোকে পালিয়ে যেতো । পরে আমার স্বামী তো এই বোনের বিয়ে দেয় ।

সেও তো জানলাম যে শাশুড়ি ডার্ক ম্যাজিকের সাহায্য নেন ।

মেয়েটি এসকেপিস্ট । লেখাপড়ায় লবডঙ্কা । কোনো সেল্ফ এসটিম নেই । ক্রুরলোচনা । কুটিল । চেহারা কিছুদিন তারপর স্বভাব । কিন্তু এর স্বভাব বড় বাজে । শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে । নিজ দাদার বৌয়ের সাথে এমন ঝামেলা করে যে দাদা অবিবাহিত মেয়েকে রাস্তায় বার করে দেয় । কিন্তু কোনো শিক্ষা হয়না । আবার আমার বিয়ের সময় একই জিনিস রিপিট করে । আমাকে লগ্ন ভ্রষ্টা করার ফন্দী আঁটে ।বিয়ের পর থেকে দেখছি এর উদ্দেশ্য হল আমার পতিদেবকে দুইয়ে নেওয়া । পতিদেব দিদি বলতে অজ্ঞান । বোঝেনা যে মাথায় হাত বোলাচ্ছে ।

বার বার পোয়াতি হয় । আনপ্রোটেকটেড সেক্স করে আর পোয়াতি হলে বাচ্চা মেরে ফেলে । কারণ মেয়ে চায় না । আর ভারতে সেক্স চেক এগুলি বেআইনি । তাই সেক্স চেক করতে গুপ্ত স্থানে যায় সেখানে ৪০০০০/৪৫০০০ টাকা লাগে আর তা জোর করে দাবী করে আমার বরের থেকে । এরকম নানান অজুহাতে মহিলাটি আমার স্বামীকে হেনস্তা করতো । বিয়ের কিছুদিন পরে বাড়ি চলে আসে । রাজনন্দিনীকে কেউ বকেছে !

এমন বিয়ে দিয়েছে যে না দিলেই ভালো হতো ।

আমি বলি যে একটা মেয়ের বিয়ে হওয়া কত কঠিন , বাবা পারেনি , দাদা বলে একে যেখানে বিয়ে দেওয়া হবে সেখানে ঠকানো হবে তাই আমি বিয়ে দেবোনা । আর আমার ভালোমানুষ বর এর অনেক কষ্ট করে বিয়ে দিয়েছে আর এখন আমার স্বামীকে গালিগালাজ দিচ্ছে ।

বিভিন্ন কোর্সে ভর্ত্তি করতো সেগুলো শেষ করতো না । কয়েকদিন গিয়ে বন্ধ করে দিতো । অথচ তার চাই একদম এ ক্লাস লাইফ । শাহরুখ খানের মতন বর , সবকিছু টিপটপ আবার ভাইয়ের বৌয়েরাও হবে পরী মানে কন্ট্রোল ফ্রিক্ স্লথ একটি ! শেষকালে এই ফ্রাস্টো মহিলা ফোন করে বলতো

যে ওর ছোট ভাইয়ের বন্ধুরা ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো যে ভাই ওর থেকে ৫টি বছরের ছোট । এমন বত্তমিজ মেয়েটি ! আমার অবসাদ শুরু হয়ে যায় এই মহিলাটির কারণে । আর আমার ভালোমানুষ বর ওকে ছাড়বে না । দিদি বলতে অজ্ঞান । বলেও ফেলেছে যে আমার মা ও দিদিই আমার সব । তুমি কেউ না । তোমার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই ।

বিয়ের ১৫ বছর পরে বলছে ।

এটা কি বিয়ে তাহলে ?

অবশ্যি বিয়েই তো শুরু হয় একটা ফাঁকি দিয়ে ।

তাই না ? আসলে ও বোঝেনি আমি ওকেই প্রটেক্ট করতে চেয়েছি ওর দুরাত্মা বোনের থেকে ।

এদিকে একজন গুরুর কাছে দীক্ষিত । নাম নিগমানন্দ সরস্বতী । ব্যারাকপুরে আশ্রম । সবসময় মুখে ঠাকুরের নাম ।

জয় গুরু মন্ত্র চিঠির ওপরে । প্রতিটা পাতায় ।

কিন্তু গুরু থাকেন কাজে কর্মে চিন্তা ভাবনাতে । মনটাকে শুদ্ধ করতে হয় , স্বচ্ছ করতে হয় ।

মুখে জয় গুরু আর সদগুরু বললে কিচ্ছুটি এসে যায়না তা আধুনিক ভারত বহু দেখেছে গত কয়েক বছরে । রাম রহিম , নিত্যানন্দ , আশারাম বাপু আরো কতনা নকল মহারাজের ভীড় !

আমার যত বই আমি লিখেছি তার মধ্যে মনে হয় ৭০ শতাংশ বই আমি অসম্ভব অবসাদ গ্রস্ত অবস্থায় লিখেছে । লিখতে বসলে আমি অন্য মানুষ । কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা ছিলো যে আমি নিজেকে অনুভব করতে পারতাম না যে আমি জীবিত না মৃত । মনে হতো গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে দেখি আমি বেঁচে আছি কিনা ।

এর প্রধান কারণ হল প্রমোদ , রেখা মহাজন ও আমার হতশ্রী , বজ্জাত , ক্রুকেড , ঈর্ষাকাতর ননদিনী ।

এবং বলাবাহুল্য যে এর কারণ মহর্ষির একান্ত কৃপা ।

নাহলে আমার মা/বাবাও তো আমাকে কোনোদিন গুরুত্ব দেয়নি । সম্পত্তির ভাগ আমাকে দেয়নি । কোটিপতি ছিলো । আমাকে একটা টাকাও না দিয়ে

আমার ছোটমাসী ও তার কন্যাকে অনেক টাকা লাখে লাখে দিয়ে গেছে । অথচ আমার স্বামী আমার মাকে অনেক হ্লেপ করেছে যখন ওনার ছেলেরা অস্ট্রেলিয়া চলে আসে পড়তে ।

বাসায় দেখতাম ভাইদের নামে প্রপার্টি কেনা হতো আমার নামে কানাকড়িও কেনা হতো না । বাবা বলতো আমাকে রিক্শাওয়ালার সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না যার জন্য আমার স্বামী ওদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায়না । আমার পতিদেবেরো দোষ আছে । তবে এদের থেকে ভালো ব্যবহার করেছে আমার সাথে । ও এমনি ভালো মানুষ কিন্তু একটু বোকা । আজকালকার দিনে এমন বোকা লোক চলে না ।আর অসুস্থ । এই আরকি ।

মহর্ষির শিষ্য । উনিই দেখবেন । উনিই আমাদের পরিচয় করান এবার ওর আরেক বৌ আসবে যে অস্ট্রেলিয়ান । তার দুই পুত্র আছে ।সেও মহর্ষির শিষ্যা । সেই বাকি জীবনতরী ওর চালিয়ে নিয়ে যাবে ।

ঈশ্বর তাহলে সত্যি আছে ? নাহলে আমার জীবনে এইসব ম্যাজিক হয় কীকরে ?

ওনে পড়ে কোডাইকানাল যাবার আগের রাতে বাংলালাইভ এর সন্ধান পাই কম্পিউটারের মাধ্যমে । দেখি সবাই বাংলায় আড্ডা মারছে । আমিও লিখি কারণ আইভি চ্যাটার্জ্জীর চালিয়াতি । এত চালিয়াতি করছে জামশেদপুর থেকে যে না লিখে পারিনা । ভাবি কিশোরী । কিন্তু পরে দেখি একজন কিশোরীর মা ও ব্যাঙ্কে কর্মরত , এম এস সি পাশ মহিলা ! বরাবরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে । কমিউনিস্ট ।

কথায় বুঝি যে নার্সিসিস্ট ।

পরে বন্ধুত্ব হয় । আমাকে বলে যে তোমার হাতটা আমার মেয়ের মাথায় রেখো ।কারণ আমি রমণ মহর্ষি সম্পর্কে বাংলালাইভে লিখে কমিউনিস্ট মহলের চক্ষু:শূল হই । আমার লেখা ওখানে ব্যান করে দেওয়া হয় । অথচ আমি যখন ওখানে লিখতাম তখন আমার লেখা ব্যাতীত অন্য কারো লেখা কেউ পড়তো কিনা সন্দেহ !

পরে আইভি ওখানে মক্ষীরাণী হয়ে ওঠে ওর র‍্যাশেনাল উত্তরের জন্য ।

নব্য যুগের বিজ্ঞান ও লজিকে শিক্ষিতা উনি ।

পুঁথিগত বিদ্যাই সম্বল । না মানুষের সাথে মিশতে পারে না আছে স্টিভ জবসের মতন তীক্ষ্ণ মনন !

বইতে যে যা লিখছে আইভির ঈশ্বর ও ধর্ম হল তা । কারণ আইভি কূপমন্ডুক ।

রমণ মহর্ষির আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিই আমি তাকে । তার বোর্ডে ফার্স্ট হবার মতন মেয়ে যে নাকি ব্যাঙ্গালোরে ক্যাপিটেশান ফিজ্ দিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভর্ত্তি হয় তা মহর্ষির কৃপায় হয় বলে আমার ধারণা কারণ মেয়েটির নাকি সহজে কিছু হতনা । শনির দৃষ্টি আছে বোঝাই যায় ।

এরপরেই সে আবার ঈশ্বরের অ্যায়সি কি ত্যায়সি করা শুরু করে বেঙ্গলি ফোরামে এবং এখানেই থামে না আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেগুলো পড়ার অনুরোধ করে । কমিউনিস্ট অথচ একজন বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে নিয়ে গসিপে মাতে এবং সেগুলি বাজারে চাউড় করাতে ব্রতী হয় গল্পের নাম করে । নো এমপ্যাথি । বলে যে সে জীবিত থাকতে আমি এগুলি নিয়ে লিখতে অক্ষম ।

এইজন্যে আইভি এখন বাইপোলারে আক্রান্ত ।

লুকিয়ে হার্বাল ওষুধ কিনে খায় । কারণ টেলকোর অফিসার কলোনিতে জানাজানি হয়ে গেলে আর

রক্ষে নেই যে পাগল হয়ে গেছে দিদিমণি ! মুখে কমিউনিজমের বুলি অথচ গায়ত্রী গামার্শ পুরস্কার যা কিনা কালীমন্দিরের একটি অ্যাওয়ার্ড তা নিতে ওর এথিকসে আটকায় না । দুমুখো সাপ ! অথচ রামচন্দ্র গুহর আর্টিকেল অনুবাদে অসুবিধে ! *ওনার কথার সাথে একমত নই ?*

লেখার কানাকড়ি যোগ্যতা নেই আগেই পারিপার্শ্বিক সব শিখে নিচ্ছি তাইনা ?

আগে লিখতে শিখুন । আপনি লেখেন ? না বমন করেন ?

আর আপনার গায়ত্রী গামার্শ বন্ধুদের বলবেন আমার নতুন বই বার হলে একটি করে আমার বইতে একতারা না বাজাতে তাহলে পরিণাম আপনার মতন -- বাই পোলার নাহলেও স্কিজোফ্রেনিয়া ? কে বলতে পারে ?

নিজের ছোট্ট গন্ডীতে থাকুন । নিজের মতন থাকুন । টাটাবাবার হুটারে জীবন শুরু হয় আর শেষ হয় তাই হোক্ । এত নোলা কেন ? আপনার বাবা অর্ফ্যান ছিলো না ? একজন্মেই থপ্ খাবো ?

আপনার বাবা রমেশ চ্যাটার্জ্জী তো সেল্ফ মেড মানুষ ছিলেন । চিকিৎসক , প্যাথোলজিস্ট , টাটা

হস্পিট্যালের জন্য অনেক কিছু করেছেন । আর আপনি কি করেছেন ? এত যত্নে থেকে কেবল একটা গোদা ব্যাঙ্ক অফিসার তাও বিহারে কত টাকা ঘুঁষ দিয়েছেন ? সেল্ফ অ্যানালিসিস্ করুন । বাংলালাইভে বসে চালিয়াতি করা উন্মাদিনী ।

আই স্ট্রংলি রিফিউজ টু সি ইউ রিসিভিং দা অ্যাওয়ার্ড ইন্সটেড্ অফ আস্ দা রিয়েল অনেস্ট অ্যান্ড কেপেবেল ওয়ান্স- ।

মহাশ্বেতা দেবী , ইন্দিরা গান্ধী , কিরণ বেদী সব হবো ? নিজের সামনে আয়না ধরুন দেখি ! মুরোদ আছে ? নাহলে জয় গোস্বামীর মতন ধূলোবালি জীবন কাটান পাগলী !!

জ্যোতি বসু আমার দাদুকে বলেছিলেন যে দেশে যদি হর্ষবর্দ্ধনের মতন রাজারা থাকতো তাহলে কমিউনিস্টের কিইবা প্রয়োজন হতো ?

গডের থেকে বড় কমিউনিস্ট কেউ নেই । ওনার কাছে সবাই সমান । গার্গী , আইভি বা পথের ভিখারী । ঈশ্বর আপনাকে তৈরি করেছেন । আপনি ঈশ্বরকে বানাননি লালবাবা জর্দারা ।

তন্ত্র অনেক কিছুই পারে । মৃত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে আবার বশীকরণ করে মানুষের উপকার বা ক্ষতিও করতে পারে । কিন্তু সত্যকারের তন্ত্রের উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত সাধনার মতন **আই অ্যাম দ্যাট** কে জানা ।

সেই সচ্চিদানন্দকে জানা ও বোঝা । এবং নিজের স্বরূপকে স্পর্শ করা । কিন্তু কিছু সুযোগসন্ধানী

এর অপব্যবহারের ফলে তন্ত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করে একে পচা আমের ঝুড়িতে ফেলে দেয় ।

আমি তো সারাটা জীবনই কালাজাদুর শিকার হয়েছি কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় । রেখা মহাজন ও প্রমোদ মহাজন যাই ভাবুক আমার ক্ষেত্রে আমাকে শ্মশানে না গিয়ে সংসারে বসেই তন্ত্র সাধনাটা করিয়ে দিয়েছেন মহর্ষি । ওরা ভেবেছে আমার ক্ষতি করছে আদতে আমার ততক্ষণে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে গেছে । পিশাচ ঘিরে ধরায় আমার ডিপ্রেশান হয় । আমি অ্যান্টাই ডিপ্রেশেন্ট খেয়েও সুস্থ হইনা । বাজারের সব ট্রাই করা হয়ে যায় । কিন্তু বই লিখে যাই পরপর । কারণ ওরা যাই ভাবুক আদতে আমি

তো তখন প্রেত সাধনারত । রমণ মহর্ষির কড়া নজর আমার ওপরে ।

মহর্ষি ইজ নোন ফর মাইক্রো ম্যানেজিং হিজ ডিভোটিজ্ ।

এখন আইভি দেখবে যে আমার হিস্টেরেক্টমি হয়ে গেলেও আমার নর্মাল ভাবে বাচ্চা হবে । ৫৪ বছর বয়সে ।

সঞ্জয় গান্ধী জন্মাবে আমার সন্তান হয়ে । আমার চেহারা বদলে যুবতীর মতন হবে । যা বীরকাশেমের হয়েই গেছে । ওকে ৬৩ বছরের মনে হয়না , মনে হয় যুবক । আর সেসব হয়েছে ন্যাচেরালি । ওকে দেখলে তরুণ ইরানি মনে হয় । তুর্কি নয় ।

তাহলে কলকাতার এক বিবাহিতা ৫৪ বছরের মহিলাকে যে আইভির মতন বিখ্যাত লেখিকা নয় আর গায়ের রং কালো , কোনোদিন ক্লাসে ফার্স্ট হয়নি তাকে বাবা ও মা স্নেহ করেনি তাকে বিয়ে করতে আসছে ইরানে ক্রাউন প্রিন্স । এক বিলিওনেয়ার । জেফ্ বেজোজের বন্ধু ।

একে আইভি কি বলবে ?

ঈশ্বরের চক্রান্ত ?? নাকি নিও নাৎসি ?

এত কিছু লিখছি আমার ভয় করছে না ?

ওয়েল গড হায়ার্ড মি , হুজ গোনা ফায়ার মি ?

(মাজি তোর থেকে ঝেড়ে দিলাম)

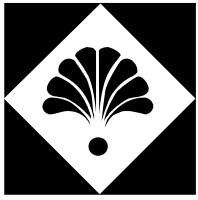

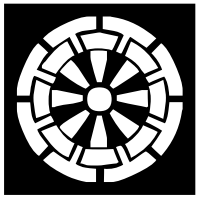

এবার কিছু তথ্য দিয়ে শেষ করি ।

কুস দিলি হল পাখিদের ভাষা যা তুর্কিয়ের উত্তর দিকে চাষীরা ব্যবহার করে । এরা দূর্গম পর্বতে বসবাস করে । বহুদিন আগে তো ফোন ছিলো না । তখন থেকে এরা শিস্ দিয়ে এইভাবে কথা বলে । চিকন ও মোটা আঙুল দিয়ে এই শব্দকে কম বেশি করে নানান স্বর বার করে যোগাযোগ করা হয় অন্যান্য পর্বতের মানুষের সাথে ।১ কিলোমিটার অবধি শোনা যায় পরে অন্যরা সেটা নকল করে মেসেজ পৌঁছে দেয় । বিয়ে, শ্রাদ্ধ , অন্নপ্রাশনের আমন্ত্রণ , ফসল তোলার আহ্বান ,

নানান প্রচার ও চায়ের আমন্ত্রণ ইত্যাদি সবই এইভাবে করা হয় । ৩০০ বছর ধরে তারা এমনভাবে কথা বলছে । ইথিওপিয়াতে নাকি মানুষ ছিলো যারা বাদুরের মতন আওয়াজ করে কমিউনিকেট করতো । আমার কাঠবুড়ো বই এরকম জিনিস লিখেছি ।

আর জানা আছে কি আমরা বাঙালিরা কেবল নই অথবা বাংলাদেশীরা শুধু নই বাংলা ভাষার জন্য অন্য একটি দেশও বিখ্যাত । সেটা হল সিয়েরা লিওনি , পশ্চিম অ্যাফ্রিকার দেশ একটি । এখানে বাংলাদেশী সৈনিকেরা ছিলেন ইউ এন এর শান্তিদূত হয়ে । তাদের অবদানকে স্মরণে রাখতে এইদেশের একটি অফিসিয়াল ভাষা হল বাংলা ।

কি?একটু গর্ববোধ হচ্ছে ?নয়কি?নাকি টিপিক্যাল উন্নাসিক কোনো পাড়ার বাপ্পাদার মতন - ধূস্ শেষমেশ অ্যাফ্রিকা ? হায়না তো চায়নায় মশাই । এটা তো ফ্রান্স কিংবা স্টেটস্ নয় !

বেশি অহংকারী , ক্রোধী , ও ওভারস্মার্ট এগুলি একধরণের ঋণাত্মক মনোভাব । এগুলি ক্রমাগত সমাজের দিকে প্রজেক্ট করতে থাকলে শেষমেশ নিজের দিকেই ফিরে আসবে একদিন । রেখা ও প্রমোদ মহাজনের মতন । কিংবা আরো অসংখ্য

ক্রিমিন্যালদের মতন যাদের কথা আমরা জানিনা । কারণ আপাত: দৃষ্টিতে মনে হলেও যে কেউ একজন বস নেই মহাজাগতিক আদতে ঈশ্বর সবই দেখছেন কিন্তু রেজাল্ট হয়ত ইন্সট্যান্ট মেলেনা । অপেক্ষা করতে হয় । তাই হয়ত বলে , ভগবানকা ঘর মে দের হ্যায় লেকিন অন্ধের নেহি ।

আর সাঁইবাবার শিষ্য মোহনজী বলেন : ডু গুড কজ গড ইজ ওয়াচিং আস্ ফ্রম আ ডিস্ট্যান্স ।

Whoever's calm and sensible

Is insane.

Jalaluddin Rumi

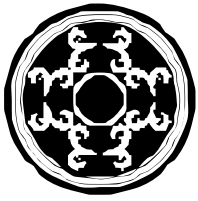

THE END